অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। তাগো গায়ে মুজিব কোট ।।

তাগো গায়ে মুজিব কোট
কলিজায় দেহি ধানের শীষ
উঠতে বইতে বঙ্গবন্ধু
হ্যাগো কথায় খাইল্লা বিষ।

বাংলার এক বঙ্গবন্ধু ভক্তের এ এক কষ্টের উচ্চারণ। আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে এ দ্রোহটি। ভাবছিলাম এখান থেকেই শুরু করবো। কিন্তু লিখতে বসে এক পুরনো ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। ভাবছি সেটাই আগে বলি। ১৯৯৮ সালের গোড়ার দিককার কথা। সে সময়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক (বর্তমানে সিডনির আওয়ামী লীগের এক অংশের সভাপতি) আর আমি সাধারণ সম্পাদক। স্বপরিবারে দেশে গেছি বেড়াতে। উঠলাম শ্বশুর মহাশয় এম আর আখতার মুকুলের বাসায়। একদিন রাতে খাবার টেবিলে কথায় কথায় এলো আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিষদের কথা। কেমন চলছে সামনে কী প্রোগাম এসব নিয়েই কথা হচ্ছিলো। ১৯৯৬ সালে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে সেবার আমরা তাঁকে অতিথি করে নিয়ে এসেছিলাম সিডনিতে। তারই রেশ ধরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন এবারের শোক দিবসের অনুষ্ঠানে এখান থেকে কি কাওকে নেয়ার চিন্তা ভাবনা করছো? বললাম এখনো চূড়ান্তভাবে কিছু ঠিক হয়নি অনেকের কথাই ভাবা হচ্ছে তবে আমি ভাবছি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কথা। তিনি বললেন কোন অসুবিধা নেই আমি বললেই যাবে। দাঁড়াও এখনই ধরি - বলেই তিনি ফোনটা কাছে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করলেন। ফোনে বললেন শোন হে বঙ্গবীর - আমার জামাই এসেছে সিডনি থেকে। ও ওখানকার বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। ওরা প্রতি বছর খুব বড় করে শোক দিবসের অনুষ্ঠান করে। এখান থেকে অতিথি করে নিয়ে যায় অনেককে। ছিয়ানব্বইতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। এবারে তোমাকে নিতে চায় - যাইবা নাকি। ... হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ওর সাথে কথা বইলা নিও। হ্যাঁ আমার এখানেই আছে। ঠিক আছে কাল সন্ধ্যায় দোকানে চইলা আসো। ওর লগে আলাপ করাইয়া দিমু নে। ফোন রেখে তিনি আমায় বললেন কাল সন্ধ্যায় দোকানে আসবে তুমি থেকো। তখন সব ঠিকঠাক করে দেবো। তুমি চিন্তা কোর না।

পরদিন সন্ধ্যায় বাসাতেই আছি। দারুণ এক উত্তেজনা। জীবনের প্রথম বঙ্গবীর বাঘা সিদ্দিকীকে দেখবো। একাত্তরে রণাঙ্গনে আমার প্রেরণা। বাসার সাথেই দোকান - সাগর পাবলিশার্স। ফোনের অপেক্ষায় আছি। ফোন এলো। দোকানের কর্মচারী রমজান বললো বঙ্গবীর স্যার আসছেন আপনার জন্য বসে আছেন। দৌড়ে গেলাম। আব্বা আলাপ করিয়ে দিলেন। পাঠক, আপনাদের যাদের বেইলী রোডের সাগর পাবলিশার্স সম্পর্কে ধারণা আছে তাঁরা জানেন অতটুকুন একটা বইয়ের দোকানে সবসময়ই কেমন ক্রেতা গিজগিজ করে। যাহোক ওই ঘন বসতির মধ্যেই আমাদের দুজনের কথা হচ্ছে। নাটকীয় ঢংয়ে নানান প্রশ্ন তাঁর। এক সময়ে বললেন আমাকে আপনারা সিডনি নিতে চান কেন? বললাম অমন একটি দিনে (শোক দিবসে) আপনার কাছ থেকে আমরা প্রবাসীরা বঙ্গবন্ধুর কথা শুনবো মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনবো। তাছাড়া ওখানে বেশীরভাগ মানুষই এমন বীরকে সামনা সামনি দেখেনি। হাতটা ছোঁয়নি। তিনি আমার কথা শুনে একটু চুপ করে থাকলেন । তারপর বললেন - মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শুনবেন? ওরা তো এখন পথের ফকির। আর বঙ্গবন্ধুর কথা কী বলবো উনি তো একটা জাতীয় বেঈমান। পুরো সাগর পাবলিশার্স এবং এর ভেতরের মানুষগুলো যেন বজ্রাঘাতে হতভম্ব হয়ে গেল! বজ্র একি বজ্রাঘাত করলো। অনেকের হাতের থেকে বই মেঝেতে পড়ে গেলো। সবাই তাকিয়ে আছে বজ্রের (কাদের সিদ্দিকীর ডাক নাম) দিকে। কেউ এম আর আখতার মুকুলের দিকে তাকিয়ে আছে তিনি কী বলেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখি তিনি (আব্বা) দু হাতে নোয়ানো মাথাটা যেন শক্ত করে ধরে আছেন। হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে তখনো সিগারেটটা ক্ষোভে জ্বলছিলো। স্তব্ধতা ভেঙ্গে কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম আবার বলে উঠলেন - ঠিক আছে কাল বিকেলে আপনি সংসদে আসুন। আমি গাড়ী

পাঠিয়ে দেবো। ওখানে বিস্তারিত কথা হবে। তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি নিজের হাতটাকে শক্ত করে চেপে আছি ও যাতে তাঁর হাতটা আর ছুঁতে চেষ্টা না করে। তাঁর মুকুল ভাই তখনো সেই মাথা নিচু করে আছেন। মুখে বললেন মুকুল ভাই আসি। পরে কথা হবে বলে সোজা তাঁর গাড়ীতে। আমিও তাঁর পিছে পিছে বেরিয়ে শান্তি নগরের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। একটু শান্তি কী পাবো কোথাও? প্রচন্ডভাবে ঘামছি।

রাতে খাবার টেবিলে সেদিন শুধু আমি আর আব্বা। আমরা যেন অনেকদিন খাইনি। মনযোগ সহকারে খাচ্ছি। কেউ কোন কথা বলছি না। অনেক্ষণ। এক সময় আমিই মুখ খুললাম। আব্বা - কাদের সিদ্দিকীকে সিডনিতে নিচ্ছি না। একটা লম্বা পজ। আব্বা বললেন ও চাইলেও আমি তা হতে দেবো না। আমি সরি পারভেজ। আমি নিজেও ভাবতে পারছি না ও কেন এমন করলো। এমন করে বললো। ওকে বঙ্গবীর, বাঘা সিদ্দিকী, কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এই সব বলে বলে ওর মাথাটা নষ্ট করে দিচ্ছে। খালি তো খাই খাই, চাওয়ার আর দখলের অভ্যাস। হয়তো নেত্রীর কাছে কিছু চাইছে । দেয় নাই অমনি আবোল তাবোল বকা শুরু করছে।

সেই আবোল তাবোল এখনো চলছে। বঙ্গবন্ধু ছেলের আদরে স্নেহ করতেন তাঁকে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনিই প্রথম প্রতিবাদ করে প্রতিশোধের যুদ্ধ করেছেন। তারপর ক্রমে হাওয়া বদলালো, রাজনীতি বদলালো, পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো তার সাথে তাল মিলিয়ে তিনিও পরিবর্তিত কাদের সিদ্দিকী হতে থাকলেন। ভাগ বাটোয়ারা আর খাওয়া নিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলেন। খেতে খেতে পুরা টাঙ্গাইল খেয়ে ফেললেন। ব্রিজের জন্য টাকা নিলেন কিন্ত সে ব্রিজ কোনদিন আলোর মুখ দেখেনি। তাঁর বোন (?) শেখ হাসিনার কাছে কেবল চাই চাই আর চাই। যখন আর প্রশ্রয় পেলেন না আওয়ামী লীগ থেকে গোস্‌সা করে বেরিয়ে গিয়ে গলায় গামছা নিলেন। সে গামছা গলায় দিয়ে কোনদিন কোন নির্বাচনে জিততে পারেননি। এবার ঐক্যফ্রন্টের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। ধানের শীষ বুকে নিয়ে এখন এমপি হবার খোয়াব দেখছেন। শুনলে হাসি পায় তিনি বলেন - ধানের শীষে নির্বাচন করে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বেন। সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বললেন " এখন দেশে কোনো জামায়াত নেই। দেশের মানুষ যারা আছে, এ দেশের নাগরিক, বয়স হলে তাদের যে কেউ নির্বাচন করতে পারে।" কথা প্রসঙ্গে মনে হলো একই দিনে তাঁর নতুন দোসর বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান নয়াপল্টনের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন " জামায়াতের মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধা আছে" (ধরণী দ্বিধা হও)। রাজনীতি কেমন করে মানুষকে বিবেকহীন করে দেয়। এবার টাঙ্গাইল-৪ কালিহাতী আসনে তিন ভাই মিলে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও কেন্দ্রীয় সদস্য সরকারি সাদত কলেজের সাবেক ভিপি শামীম আল মনছুর আজাদ সিদ্দিকী। দুই ভাই স্বতন্ত্র আর তিনি ধানের শীষ। বেঈমানরা কখনো জিতে না। জীবনের শেষ থাপ্পরটা বুঝি এবার ভাইয়ের কাছ থেকে আসে। বহু চেষ্টা করেছিলো ঐক্যফ্রন্টে যাবার আগে নৌকার একটা টিকিট পেতে। তার পাতানো বোন শেখ হাসিনা বলে দিয়েছেন নেমকহারামদের চিনতে বার বার ভুলের প্রয়োজন নেই। ভাগ্যিস সেদিন এই নেমকহারামটাকে সিডনিতে আনিনি নইলে আজ নিজের হাত নিজেকেই কামড়াতে হতো। নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পারতাম না।

অপর নেমকহারাম বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান রচনাকারী দলের প্রধান হবার সন্মান ও গৌরব অর্জন করেছিলেন। মন্ত্রীও হলেন বঙ্গবন্ধুর বদান্যতায়। সেই বঙ্গবন্ধুর দুঃসময়ে কোনদিন তাঁকে কোথাও পাওয়া যায়নি। এমনকি ৭৫-র ১৫ আগষ্টের পর লন্ডনে থাকা অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের সাথে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড নিয়ে এক স্ট্রাটেজিক আলোচনায় তাঁকে সামিল করতে পারেননি আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা - যদিও সেসময় তিনি লন্ডনে ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দিল্লী থেকে শেখ হাসিনাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে এলেন দলের হাল ধরার জন্য। শেখ হাসিনা অনেক না করার পর অবশেষে দেশের মানুষের কথা ভেবে রাজী হলেন। দেশে এলেন। তারপর যিনি তাঁকে সাহস দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলের হাল ধরালেন সেই ড. কামাল হোসেন চাচা একদিন তাঁকে হটিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের হাল ধরতে চেয়েছিলেন। ততদিনে শেখ হাসিনা বিশাল এ দলের প্রাণ ভ্রমরা হয়ে উঠেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দলের নেতা-কর্মীরাই তাঁকে হটিয়ে দিলো। তিনি গোস্‌সা করে গণফোরাম নামে নতুন দল খুললেন। এরপরেও যাবার আগে আওয়ামী লীগ তাঁকে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছিলো সাত্তার সাহেবের

বিপরীতে সেখানেও তিনি জামানত নষ্ট করেছেন। কিন্তু তাঁর টার্গেট শেখ হাসিনাকে যেভাবেই হোক হটাতে হবে। যখনই সুযোগ পেয়েছেন কখনো সুশীলদের সাথে যোগ দিয়ে আবার কখনো বিচারপতি সিনহাকে ব্যবহার করে হটাতে চেষ্টা করেছেন শেখ হাসিনাকে। পারেননি। এবার ঐক্যফ্রন্ট নিয়ে নেমেছেন বিএনপি -জামাতের সাথে। তাঁর একটাই টার্গেট হাসিনাকে সরাতে হবে। তিনি প্রতিশোধ নেবেন। ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করার জন্য তৈরী হয়েই ছিলেন। শেষ মুহুর্তে যখন বুঝতে শুরু করলেন ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে তাতে তারেক জিয়াকেই "স্যার" ডাকতে হবে তাতে প্রধানমন্ত্রী হই বা না হই তখন বিএনপির মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেও জমা দেননি। আপাততঃ ধান গাছের গোড়ায় সার গোবর পানি ঢালার ব্রত নিয়ে সন্যাসী হবার কথা ভাবছেন।
এহেন ব্রতচারীর সাথে যোগ হয়েছেন তাঁরই পদাঙ্কনুসারী একদল মুজিব কোটধারী নেমকহারাম। মাহমুদুর রহমান মান্না, আ স ম আবদুর রব, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, মোস্তফা মহসীন মন্টু। সর্বশেষ যোগ দিয়েছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী এবং সংস্কারপন্থীখ্যাত অধ্যাপক আবূ সাঈদ,রেজা কিবরিয়া এবং গোলাম মওলা রনি। এরা সবাই মুজিব কোটধারী আওয়ামীলীগার। মিডিয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছে এই নেমকহারামের দলেরা আগে বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে কোথায় কি বলেছে কি করেছে। যাদের বিরুদ্ধে বলেছে আজ তাদের চরণতলে ঠাঁই নিয়েছে শুধু একটি ধানের শীষের আশায়। মানুষ ধানের শীষকে যেমন চেনে তাদেরকেও তেমন চেনে। বাংলাদেশের মানুষ অতীত ভুলবে না। তাদের যা করার তাই করবে। দুঃখ এই নেমকহারামদের কোনদিন লজ্জা হবে না।

তাগো গায়ে মুজিব কোট
কলিজায় দেহি ধানের শীষ
উঠতে বইতে বঙ্গবন্ধু
হ্যাগো কথায় খাইল্লা বিষ।